ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 343- 348
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.216

জীবনের যাপন ও জড়বাদী ভাবনা: চার্বাক দর্শনের আলোকে একটি সমীক্ষা

ড. মৈত্রী গোস্বামী, *স্বাধীন গবেষক, উষাগ্রাম, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Cārvāka or Lokāyata school of Indian Philosophy represents the materialist stand. They are in clear opposition to the dominant spiritual and idealistic traditions. Rejecting metaphysical entities such as soul, God, karma, and rebirth, the Cārvākas grounded their philosophy entirely on the reality of matter. They only accept the validity of perception as *pramāna*. For them, only what is empirically verifiable can be regarded as true; all other forms of knowledge—such as inference (*anumāna*) or scriptural authority (*sabda*)—are considered uncertain and speculative. This paper will highlight an analytical examination and will try to show how the Cārvākas explained the nature of the world and human life through their doctrine of materialism (*jaḍavāda*). In contrast to the transcendental tendencies of other Indian systems, the Cārvāka view affirms worldly and human-centered approach of knowledge, ethics, and happiness. This discussion will further explore the philosophical significance of Cārvāka thought in challenging the metaphysical assumptions of Indian spiritualism.

Keywords: Materialism, Universe, Naturalism, Hedonism, Life

জগৎ ও জীবনের উপলব্ধির ভিন্নতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন এমনই এক একটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়। বেদের প্রামাণ্যকে কেন্দ্র করে উক্ত দর্শন সম্প্রদায়গুলিকে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যায়। যথা, আস্তিক ও নাস্তিক। তবে আস্তিক ও নাস্তিক নামে পরিচিত এই দুই ধারার মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য বিদ্যমান যা ভারতীয় দর্শনকে বহুমুখী রূপ প্রদান করেছেন। উক্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও তাঁদের দর্শনে বেদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বা বলা যেতে পারে অধ্যাত্মবাদী ভাবনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তাঁদের দর্শনচিন্তায়। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে চার্বাক দর্শন প্রচলিত ধারা থেকে ব্যতিক্রমী এবং ভিন্ন ধারার। তাঁরা জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন জড়ের মাধ্যমে এবং জীবনের সত্যকে অনুধাবন করেছেন জড়ের মধ্যে। তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় দর্শনে অধ্যাত্মবাদী দর্শন চিন্তার একদম বিপরীত। অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শন এই জড় জগতের অতিরিক্ত এক সত্তায় বিশ্বাসী। সেই আলোচনার মূলে রয়েছে উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব। চার্বাক দর্শনে শুধুমাত্র উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব নয়, বরং উপনিষদসহ সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের প্রতি অনাস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ তথা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারটি জড় ভূতের মাধ্যমে জগতের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের মধ্যেই জীবনের সাধনকে অনুসন্ধান করেছেন। যার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা নেই সেরূপ কোনো তত্ত্বের আলোচনা তাঁদের কাছে নিষ্ফল ও অপ্রয়োজনীয়। স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, ঈশ্বর, আত্মা এই সবকিছুই তাঁদের কাছে অলীক ও অবাস্তব। ইহজাগতিক সুখভোগই চার্বাকদের মূল লক্ষ্য। কঠিন গূঢ়তত্ত্ব নয় বরং ইহজগৎ এবং ইহজীবনই তাঁদের দর্শনে চর্চিত ও চর্যিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধটি

চার্বাক দর্শনের আলোকে জীবনের যাপন কেন্দ্রিক। এই আলোচনায় চার্বাক জড়বাদ যেমন আলোচ্য বিষয় তেমনি ভারতীয় দর্শনের অধ্যাত্মবাদী ভাবধারার বিপরীতে অবস্থিত হয়ে চার্বাক দর্শন কীভাবে জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে জগৎ ও জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন সেবিষয়ে একটি বিশেষণাত্মক আলোচনাও মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শনে চরমপন্থী নাস্তিক নামে পরিচিত। এই নাস্তিকতা ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে নয়, বেদ তথা বৈদিক সাহিত্যের প্রতি অনাস্থাই এই নাস্তিকতার পরিচায়ক। বেদকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনের বিকাশ এবং বিস্তৃতি। চার্বাক দর্শন ঠিক তার বিপরীত। চার্বাক দর্শন বেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী হওয়ার সাথে বৈদিক ভাবধারাগুলিকে নিন্দা করার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বার্হস্পত্যসূত্রের ছত্রে ছত্রে বেদের নিন্দা পরিলক্ষিত হয়। বার্হস্পত্যসূত্রের সূত্রকার বৃহস্পতির বক্তব্য "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ"।[১] অর্থাৎ সূত্রকারের বক্তব্যের মর্মার্থ হল, তিন শ্রেণীর লোক বেদের রচয়িতা- ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর। তাঁদের এরূপ বিবৃতিই ব্যক্ত করে যে বেদ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কী। ভারতীয় দর্শনে বেদ ও বৈদিক সাহিত্যের যে গরিমা বিরাজমান, তাঁদের কাছে বেদ নিতান্তই সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর জন্য সৃষ্ট বিষয়। আবার বার্হস্পত্যসূত্রে এরূপ বক্তব্যও পাওয়া যায় যে, "অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।"[২] অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, ত্রিবেদ ও ভস্মলেপন এগুলি বুদ্ধি ও পৌরুষহীন লোকেদের জীবিকা অর্জনের উপায় মাত্র। তাঁদের এই বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্টত বোঝা যায় যে বেদ ও বৈদিক যাগযজ্ঞাদির প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা বিদ্যমান।

অপরদিকে চার্বাক ব্যতীত ভারতীয় অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়গুলিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যার ফলস্বরূপ তাঁদের ভাবনায় অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তাঁদের দর্শনচিন্তা অধ্যাত্মবাদী ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁরা সর্বদায় বাহ্য জগতের অতিরিক্ত এক সত্তার অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন তাঁদের দর্শনচর্চায়। জগতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বা জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদী দর্শন সম্প্রদায়গুলিতে এক অতীন্দ্রিয় সত্তার অনুসন্ধানই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। জগতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁরা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের অতিরিক্ত এক সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। এই অতিরিক্ত সত্তা কোথাও ব্রহ্ম, কোথাও ঈশ্বর, কোথাও বা আত্মারূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁদের মতে এই জড় জগতের অতিরিক্ত এক অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে ভোক্তারূপে। নইলে জগত সৃষ্টির ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় বৈশেষিক দর্শনের কথা। বৈশেষিক দর্শনে জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জগতের উপাদানরূপে পরমাণুর উল্লেখ করা হলেও সেখানে ঈশ্বরের ভূমিকা রয়েছে। বৈশেষিক মতে জগৎ পরমাণু দ্বারা গঠিত, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতের সমন্বয়ে জগত সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মতে এই পরমাণুগুলি স্বভাবত নিষ্ক্রিয়। ফলে এই জগত সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় এক অতীন্দ্রিয় সত্তা বিদ্যমান যার ইচ্ছাই এই জগতের উৎপত্তি হয়েছে, যিনি সর্বব্যাপী শক্তি ঈশ্বর।

চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শন পরম্পরার এমন একটি ধারা, যেখানে জাগতিক যাবতীয় বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে জড়বাদী ভাবধারা ও ইন্দ্রিয়নির্ভর যুক্তির মাধ্যমে, এবং কোনো অতিপ্রাকৃত বা ঐশ্বরিক সত্তার সাহায্য ছাড়াই। এই দর্শনের মূল বক্তব্যই হল যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা অস্তিত্বহীন। তাই ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক, অদৃষ্ট বা কর্মফল— এই সমস্ত ধারণাকে তাঁরা কেবল মনুষ্যকল্পিত বলে প্রত্যাখ্যান করেন। এর প্রমাণ স্বরূপ বৃহস্পতির বক্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি স্বর্গ, নরক প্রভৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "নস্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
> নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ।।"[৩]

চার্বাকগণ জগতের মূল উপাদান প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি বার্যনলানিলাঃ।
> চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।।"[৪]

চার্বাক দর্শনে উল্লিখিত এই বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু— এই চারটি জগতের মূল উপাদান। এই উপাদানগুলি পরস্পরের সংযোগ ও বিকারের মাধ্যমে স্বভাবতই নানা রূপ ধারণ করে এবং তার থেকেই

এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়। তবে তাঁরা এই চারটি ভূতের মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অতীন্দ্রিয় বা ঐশ্বরিক সত্তার ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দেননি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ঈশ্বর তাঁদের দর্শনে অস্বীকৃত। তাঁদের কাছে লোকসিদ্ধ রাজাই ঈশ্বর।[৫] তাঁদের মতে, জগৎ-সৃষ্টি কোনো চেতনসত্তা বা ঐশ্বরিক ইচ্ছার ফল নয়, বরং জড়দ্রব্যগুলি নিজস্ব স্বভাববশত এই জগত সৃষ্টি করেছে। এবিষয়ে তাঁদের বক্তব্য, জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে না ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা আছে, না অদৃষ্টের। এমনকি তাঁরা কার্য-কারণ নীতিকেও অস্বীকার করেছেন, কারণ কার্য ও কারণের মধ্যে অপরিহার্য সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে কোনো যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নেই। জগতে যা কিছু ঘটে বা যে কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়, তা মূলত ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি) ও মরুৎ (বায়ু)— এই চারটি মৌলিক পদার্থের স্বভাববশত সংঘটিত হয়। প্রতিটি পদার্থেরই একটি নির্দিষ্ট স্বভাব আছে, এবং সেই স্বভাব অনুযায়ী নানা কার্য সংগঠিত হয়। বার্হস্পত্যসূত্রে বলা হয়েছে,

"অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিত তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্ব্যবস্থিতিঃ।।"[৬]

অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, জলের স্বভাব শীতলতা, বায়ুর স্বভাব অনুষ্ণতা ও অশীতলতা।

এই স্বভাবতত্ত্বই চার্বাক দর্শনের জগত সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার মূল ভিত্তি, যা স্বভাববাদ নামে পরিচিতি। চার্বাক দার্শনিকগণের মতে, জগতে যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় তা এই পদার্থগুলির স্বভাবগত বৈচিত্র্যের কারণেই হয়ে থাকে। এর ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বর, আত্মা বা অদৃষ্টের মতো অদৃশ্য সত্তার প্রয়োজন হয় না। জগৎ হল দৃশ্যমান পদার্থসমষ্টি, এর মধ্যে কোনো অতিপ্রাকৃত উদ্দেশ্য নিহিত নেই। তাঁদের এই ভাবনার প্রতিফলন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে যদৃচ্ছাবাদ।

চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় জগৎকে ঈশ্বরসৃষ্ট বা কার্যকারণ নীতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছেন। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকগণ জগৎকে কোনো উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি হিসেবে দেখেননি। তাঁদের মতে, জগৎ পদার্থসমূহের সংযোগ ও বিয়োগের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল রূপে উপস্থিত। এখানে কোনো স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজন নেই, কারণ জগৎ নিজের স্বভাবেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত। চার্বাক দার্শনিকগণের এই বক্তব্য যদৃচ্ছাবাদ নামে অভিহিত। এখানে 'যদৃচ্ছা' বলতে পদার্থগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বভাবজনিত অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জগত সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁরা যেমন কোনো দৈবের ভূমিকা স্বীকার করেননি তেমন কোনো নিয়ম বা নীতিকেও তাঁরা স্বীকার করেননি। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে জগৎ ভূতচতুষ্টয়ের অন্তর্নিহিত স্বভাব অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপান্তরিত হয়। যেমন অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, জলের স্বভাব শীতলতা, তেমনি পদার্থের স্বভাবই তার কার্য নির্ধারণ করে। এই কার্যকারণ সম্পর্ক কোনো অনিবার্য নিয়মের দ্বারা পরিচালিত নয়, বরং প্রকৃতির স্বভাবের পরিবর্তনশীলতার দ্বারা নির্ধারিত। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, চার্বাক দর্শনে জগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ জড়বাদী ভাবনার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে, যেটি প্রকৃতিনির্ভর, ঈশ্বরবর্জিত স্বতঃফূর্ত একটি প্রক্রিয়া, যেখানে ভৌত উপাদানগুলির পারস্পরিক সংযোগই সৃষ্টির একমাত্র ব্যাখ্যা। জগৎ এখানে কোনো ঐশ্বরিক বা দৈব পরিকল্পনার ফল নয়, বরং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত স্বভাব ধর্মের গতিশীল প্রকাশ।

তবে এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি ওঠে তা হল, জড়ভূতের মাধ্যমে সৃষ্ট জগতে চৈতন্যরূপ গুণের সৃষ্টি হয় কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বার্হস্পত্যসূত্রে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যঃ দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ"[৭] অর্থাৎ কিণ্ব বা বৃক্ষবিশেষের নির্য্যাস ইত্যাদির বিকার বা পরিণাম থেকে যেমন মাদকশক্তি উৎপন্ন হয়, সেইভাবে এই চারটি ভূত মিলিত হয়ে যে পরিণাম প্রাপ্ত হয় তা থেকে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। তাঁদের এই মতবাদ ভূতচৈতন্যবাদ নামে পরিচিত।চার্বাক দর্শনে জগৎ ও জীবনের প্রতি এক সম্পূর্ণ ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। তাঁদের মতে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য ইহজাগতিক সুখের পরিপূর্ণ উপভোগ। এপ্রসঙ্গে তাঁদের উক্তি,

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।"[৮]

চার্বাক দার্শনিকগণের এই উক্তি থেকে জীবন সম্পর্কে তাঁদের সুখবাদী ও ভোগবাদী ভাবনার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের এই উক্তির মর্মার্থ হল যদি সুখলাভের জন্য ঋণ করতেও হয়, তবু ভোগ থেকে বিরত থাকা অনুচিত। কারণ দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেলে তা আর ফিরে আসে না। এই উক্তির মধ্য দিয়ে চার্বাকদর্শন ঘোষণা করে যে জীবনের

সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল ইহজাগতিক সুখের সম্পূর্ণ উপভোগ, কারণ ভোগই জীবনের স্বরূপ। চার্বাকদৃষ্টিতে সুখ ও দুঃখ পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত। কিন্তু দুঃখের সম্ভাবনা সুখপ্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধক নয়। বরং তাঁরা মনে করেন, দুঃখকে ভয় না করে ভোগের পথে এগিয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এপ্রসঙ্গে চার্বাক গণের বক্তব্য,

"ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাম্
দুঃখোপসৃষ্টিমিতি মূর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীন্‌জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্
কো নাম ভোক্তৃ ষকণোপহিতান্ হিতার্থী।।"[৯]

তাঁদের বক্তব্য হল বিষয়ের সংস্পর্শে সুখ দুঃখ উভয়ই সংযুক্ত আছে। সেই কারণে কোনো ব্যক্তি যদি সেই সুখকে পরিত্যাজ্য বলে মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে মূর্খ। যেমন সামান্য তুষকণাযুক্ত থাকার কারণে কেউ কি উৎকৃষ্ট তুণ্ডলপূর্ণ ধান্যকে ফেলে দেয়? তাঁদের এই বক্তব্য থেকে এক বাস্তববাদী জীবন দর্শন সূচিত হয়। সুখ ও দুঃখ মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জগতের যা কিছু সুখদায়ক তা কোনো না কোনোভাবে দুঃখের সহচর— এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই কারণে যদি কেউ সমস্ত সুখকেই ত্যাগ করতে উদ্যত হয়, তাহলে মানবজীবন থেকে আনন্দ, রস ও জীবনীশক্তির উৎসই নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় বৌদ্ধ দর্শনের কথা। বৌদ্ধ দর্শনও ভারতীয় দর্শনের অন্যতম নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়। এই দর্শনেও উপনিষদীয় ঈশ্বর, ব্রহ্ম ও আত্মার অতীন্দ্রিয় সত্যে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য না খুঁজে, মানুষকেই এই বিশ্বচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছেন। যদিও জীবন সম্পর্কে চার্বাক দার্শনিকগণের থেকে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। চার্বাকগণ সুখে মিশ্রিত দুঃখকে অগ্রাহ্য করে সুখকেই জীবনের মূল লক্ষ্যরূপে মান্যতা দিয়েছেন। অপরদিকে বৌদ্ধ দর্শনে মানবজীবনের দুঃখময়তাকে স্বীকৃতি দিয়ে দুঃখের কারণ, এবং সেই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। গৌতম বুদ্ধের মতে জীবনে দুঃখ অনিবার্য, তার কারণ হল ভোগতৃষ্ণা, তৃষ্ণার নিবৃত্তির মাধ্যমেই দুঃখের নিরোধ ঘটে, আর সেই নিরোধের পথ হল অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। তাঁর মতে মানুষ নিজস্ব নৈতিক চর্চা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে। এর ফলে বলা যায় গৌতম বুদ্ধের দর্শনে দুঃখমুক্তি হল মানুষের জ্ঞান, নৈতিকতা ও আত্মসংযমের ফল।

এখানে বৌদ্ধ ও চার্বাক দর্শন উভয়ই আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব ও ঈশ্বর বিশ্বাসকে অস্বীকার করে মানুষকেই কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছে, তবে যেকথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহল তাঁদের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন সুরেই দ্যোতীত হয়। চার্বাক দর্শন ভোগবাদী— তারা ইন্দ্রিয়সুখকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, "যাবৎ জীবেত্ সুখং জীবেত্" —অর্থাৎ যতদিন বাঁচবো, ততদিন সুখ ভোগেই নিমজ্জিত থাকবো কারণ, সুখই সত্য, সুখের অন্তরালে পরলোক বা স্বর্গ বলে কিছু নেই। অপরদিকে, বৌদ্ধ দর্শন নৈতিক ও করুণানির্ভর। মানুষের দুঃখকে জীবনের সত্য বলে মেনে নিয়ে দুঃখনিবারণকেই মানবকল্যাণের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে, ঈশ্বর বা আত্মা নয়, মানুষই নিজের মুক্তির স্রষ্টা। চারটি আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধ মানবজীবনের নৈতিক শৃঙ্খলা, অহিংসা, দয়া ও করুণার শিক্ষা দিয়েছেন। চার্বাক যেখানে ইন্দ্রিয়নির্ভর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোগকে সর্বোচ্চ মূল্য দেয়, সেখানে বুদ্ধ সমাজকেন্দ্রিক নৈতিক অনুশাসনের মাধ্যমে শান্তিকে পরম লক্ষ্য হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। চার্বাক মানুষকে ভোগের স্বাধীনতা দিয়েছেন, আর বুদ্ধ মানুষকে দিয়েছেন নৈতিক মুক্তির মর্যাদা— এই দুই দর্শন ভারতীয় চিন্তায় ভোগ ও সংযম, ইহলৌকিকতা ও নৈতিকতার দুই বিপরীত ধারা রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে আলোচ্য এই ধারায় বৌদ্ধ দার্শনিকগণ দুঃখ মুক্তির উপায়রূপে যে নৈতিকতা ও সংযমের পথ বেছে নিয়েছেন তা দীর্ঘ অধ্যাবসায়ের পথ। সেই সাধনায় দুঃখমুক্তি হয়ত সম্ভব কিন্তু ইহজীবন ভোগ কতটা সম্ভব তা সংশয়পূর্ণ। এক্ষেত্রে চার্বাকগণ অতিরিক্ত বৈরাগ্য বা নৈরাশ্যবাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বাস্তববাদী জীবন বোধের জয়গান করেছেন। তাঁদের এই বাস্তববাদী জীবনের যাপন সাধারণ মানুষকে যে গভীর বার্তা দেয়, তাহল জীবনের প্রতিটি সুখে কিছু দুঃখ মিশে আছে, কিন্তু সেই অল্প অপূর্ণতার জন্য সম্পূর্ণ জীবন-আনন্দকে ত্যাগ করা কেবল অজ্ঞতার প্রকাশ। দুঃখকে বাদ দিয়ে সুখের সন্ধান অসম্ভব, কারণ এরা পরস্পরের পরিপূরক এবং সুখপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই মানব অস্তিত্বের চালিকা শক্তি। তাই চার্বাক দার্শনিকগণ কাম এবং অর্থকেই পরম পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় দর্শনে চার

প্রকার পুরুষার্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। মোক্ষকে প্রায় সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় পরম পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ করেছেন। একারণে ভারতীয় দর্শনকে মোক্ষ শাস্ত্র বলা হয়। তবে চার্বাকগণ এই ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই পরম পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ করেছেন। এবং সেই পরম পুরুষার্থ অর্জন করার উপায়রূপী অর্থকে তাঁরা গৌণ পুরুষার্থ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুখকে পরম কাম্য বস্তুরূপে গ্রহণ করায় তাঁদের সুখবাদী বলা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, চার্বাক দার্শনিকগণ তাঁদের দর্শন আলোচনাকে কোনো জটিলতার বেড়াজাল দিয়ে আবদ্ধ করতে চাননি। এমন কোনো বিষয় যা লৌকিক অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় না তা নিয়ে অহেতুক চর্চাকেও তাঁরা প্রাধান্য দেননি। লোকচক্ষুর আড়ালে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বা অতিপ্রাকৃত বিষয়ে তাঁরা সবসময় অন্যান্য দর্শনের বিপরীত পক্ষেই অবস্থান করেছেন। ইন্দ্রিয়নির্ভর জড় জগত ও মানুষের সুখই তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে। তাই তাঁরা হয়ে উঠেছেন লোকায়ত। পরলোক, পাপ-পুণ্য বা দুঃখনিবৃত্তি ইত্যাদি অধ্যাত্মবাদী ভাবনাকে তাঁরা দর্শনে স্থান দেননি। চার্বাক দার্শনিকগণ জীবনকে এক ভোগ উপযোগী সাধন হিসেবে স্বীকার করেছেন, যেখানে সুখই জীবনের একমাত্র অভীষ্ট। বস্তুজগত তার রূপ-মাধুর্যে মানুষকে আকর্ষণ করে, এবং সেই আকর্ষণকে দমন না করে বরং তাকে গ্রহণ ও ভোগ করাই চার্বাকদের মতে মানবজীবনের যথার্থ সার্থকতা। এভাবে তাঁরা ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার বিরোধী এক জীবনদর্শনের প্রতিনিধি, যেখানে ত্যাগের পরিবর্তে ইহজাগতিক উপভোগই মুখ্য। তাঁদের মতে ত্যাগ, সন্ন্যাস বা কৃচ্ছসাধন জীবনবিমুখতার প্রতীক। জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জন সম্ভব কেবল ভোগের মাধ্যমে, ত্যাগের দ্বারা নয়। তাই ভস্মলেপন, দণ্ডধারণ বা অতিজাগতিক সাধনা তাঁদের দৃষ্টিতে জীবিকার নিম্নতম রূপ মাত্র। জীবনের প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ইন্দ্রিয়সুখনির্ভর, নীতি নৈতিক জীবনযাপনের বাইরে অবস্থিত এক বিশেষ চিন্তাধারা প্রবর্তকরূপে তাঁদের চিত্রিত করেছে। সেখানে নীতি বা ঔচিত্যবোধের চেয়ে ইহজাগতিক সুখই জীবনের মূল লক্ষ্য।

তথ্যসূত্র:

[১] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫।

[২] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫।

[৩] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫।

[৪] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৭।

[৫] "লোকসিদ্ধো ভবেদ্রাজা পরেশা নাপরঃ স্মৃতঃ", *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৭।

[৬] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈনদর্শন, অমিত ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদনা থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৭৮।

[৭] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৭।

[৮] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য,সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫।

[৯] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য,সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. *প্রশস্তপাদভাষ্যম্* (প্রশস্তপাদাচার্য), ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (২০১৭), কলকাতা: দামোদর আশ্রম।

২. *সর্বদর্শন সংগ্রহ* (সায়ন মাধবীয়), সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ (প্রথম খণ্ড), (১৪০৭), কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।

: সত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), (১৪১৫), কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।

ইংরেজী গ্রন্থ:

১. Dasgupta, Surendranath, *A History of Indian Philosophy.* (Vol. I- V), (1969), Cambridge University Press.

২. Raju, P.T., *The Philosophical Traditions of India.* (2009), Delhi: MLBD Publishers.

৩. Sharma, C.D., *A critical survey of Indian philosophy.* (2000), Delhi: MLBD Publishers.

সহায়ক গ্রন্থ:

৪. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। *লোকায়ত দর্শন।* (২০১৯), কলকাতা: নিউজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৫. চট্টোপাধ্যায়, লতিকা। *চার্বাক দর্শন ।* (২০১৫), কলকাতা: নিউজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৬. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা।* (২০০৪), কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।

৭. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। *চার্বাকচর্চা।* (২০১৮), কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।